বাংলাদেশ ব্যাংক (১২ মে, ২০২৬)

- দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) জন্য চলতি মূলধনের জোগান নিশ্চিত করতে ৫ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ-সংক্রান্ত জারি করা নীতিমালা সার্কুলারের অনুসারে, এই স্কিমের আওতায় উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পারবেন।

- মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে দণ্ড সুদের হার ১.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে .৫ শতাংশ করে সার্কুলার (বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং- ১৭, তারিখ: ১৩ মে ২০২৬) জারি এবং

- সিঙ্গেল বরোয়ার এক্সপোজার লিমিট ২০২৭ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সার্কুলার (বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং- ১৮, তারিখ: ১৪ মে ২০২৬) জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিসিআই এর পক্ষ থেকে ঋণ সীমা বৃদ্ধি এবং এলসি সুবিধা সহজ করার যে দাবি জানানো হয়েছিল এই সার্কুলারটি তারই একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ প্রতিফলন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এটি বড় ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বড় ধরনের গতিশীলতা আনবে।

- নতুন করে ১০ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি সহায়ক তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৪ শতাংশ সুদে রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল আমদানির জন্য এখান থেকে ঋণ দেওয়া হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন পাবে দেড় শতাংশ সুদে।

- ব্যাংকগুলোর ঋণ ও আমানতের গড় সুদহারের ব্যবধান (স্প্রেড) সর্বোচ্চ ৪ শতাংশের মধ্যে সীমিত করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। উৎপাদনশীল খাতসহ বিভিন্ন খাতে ঋণের সুদহার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং- ২২, তারিখ: ২৯ জুন ২০২৬)।

নোট: বিসিআই সভাপতি এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে দেখা করে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক সে মোতাবেক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বিসিআই এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ জানানো হয়।

বাজেট প্রস্তাবনা

- **ধারা ৫৬ (২) অনুসারে "বিশেষ ব্যবসা আয়"**
  উপ-ধারা (২) এর প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে,-

  (ক) এই আইনের অংশ ৭ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত বিধান পরিপালন না করিলে, যে পরিমাণ কম কর কর্তন বা সংগ্রহ বা পরিশোধ করা হইয়াছে সেই পরিমাণ এবং উহার অতিরিক্ত ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) কর প্রদেয় হইবে; বা

  (খ) এই আইনের অংশ ৭ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যর্থতার ফলাফলস্বরূপ ধারা ১৪৩ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের ফলে পরিশোধিত কর, দফা (ক) এ উল্লিখিত অপেক্ষা কম হইলে, যেই পরিমাণ কম হইবে, সেই পরিমাণ কর এবং উহার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অতিরিক্ত কর প্রদেয় হইবে;

- **আয়কর আইনের ধারা ৬৭ (৭) বিলুপ্ত হইবে;**

- **আয়কর আইন এর ধারা ৭০ (২) অনুযায়ী**
  উপ-ধারা (২) এর সারণির কলাম (১) এর-

  (অ) ক্রমিক নং (১) এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত "ক্ষতি" শব্দের পরিবর্তে "লোকসান" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

  (আ) ক্রমিক নং (২) এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত "ক্ষতি" শব্দের পরিবর্তে "লোকসান" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং কলাম (৩) এ উল্লিখিত "কেবল ব্যবসা" শব্দগুলির পর "বা পেশা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

  (ই) ক্রমিক নং (১) এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত "ক্ষতি" শব্দের পরিবর্তে "লোকসান" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

- **আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৪৭ এর সংশোধন।** – উক্ত আইনের ধারা ১৪৭ এর-

  (ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "যদি" শব্দের পরিবর্তে "বা প্রবেশ করিবার পর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত কোনো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে" শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

  (খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:-

  > (৪) এই ধারার অধীন উপ-ধারা (১) এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত কোনো কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট **অর্থবৎসর ও ইহার পূর্বের সর্বোচ্চ ২ (দুই) অর্থবৎসর পর্যন্ত পরিচালনা করা যাবে।"**

- **আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২১২ এর সংশোধন।** – উক্ত আইনের ধারা ২১২ এর-

  (ক) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

  "(২ক) ধারা ১৭৪ এর অধীন স্বপ্রণোদিতভাবে দাখিলকৃত বিলম্ব রিটার্নের ক্ষেত্রে, বেতন হইতে আয় ও আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো খাতে আয় না থাকা এবং প্রদেয় কর পরিশোধ সাপেক্ষে উপকর কমিশনার রিটার্নের একটি গ্রহণপত্র প্রেরণ করিবেন, তবে উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ করা না হইলে ধারা ১৮৩ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ১৮৪ এর অধীন কর নির্ধারণে অগ্রসর হইবেন।"

  (খ) উপ-ধারা (৪) এর শর্তাংশের দফা (আ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (আ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

  > "(আ) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অপ্রদর্শিত কোনো আয়, ব্যয় বা পরিসম্পদ যাহা দফা (খ)-তে উল্লিখিত ষষ্ঠ করবর্ষেরও অধিককাল পূর্বে অর্জিত বা ব্যয়িত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়, ব্যয় বা পরিসম্পদ উক্ত ষষ্ঠতম করবর্ষে অর্জিত বা ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"

নোট: উল্লিখিত বিষয় সমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিআই থেকে প্রেরিত বাজেট প্রস্তাব এবং বাজেট আলোচনায় NBR-কে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ ধারাগুলো সংশোধন করায় বিসিআই এর পক্ষ থেকে NBR-কে ধন্যবাদ জানানো হয়।